দৈনিক

24 JUN 2008

।তাঝল আহাডয়াল স্কুলে ভাতর
ক্ষত্রে অনিয়ম-দুর্নীতি

উআইএ'র তদন্তে তথ্য উদঘাটন

॥ নিজামুল হক ॥

রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলে এবারের ভর্তি পরীক্ষায়ও অনিয়ম এবং দুর্নীতির প্রমাণ
য়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ)। গতবছরের ভর্তি পরীক্ষায়
াক অনিয়ম ও দুর্নীতির পর এ বছরও একই ধরনের অনিয়ম এবং দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়ায়
ষ্ঠানের শিক্ষক-অভিভাবকরা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জোর দাবি জানিয়েছেন।

চলতি ২০০৮ সালের ভর্তির ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষায় পক্ষপাতিত্বের কারণে যোগ্য ছাত্র-
ীদের বাদ দিয়ে অযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করা হয়েছে এমন প্রমাণ পেয়েছে ডিআইএ তদন্ত
। প্রথম শ্রেণীর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের 'সাইজ ভাল নয়, নেয়ার মত নয় এবং সাইজ ভাল, নেয়ার
', সাইজ মোটামুটি, নেয়ার মত, ইত্যাদি মন্তব্য করে ভর্তি করা হয়েছে এবং বাদ দেয়া হয়েছে।

একজন শিক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষায় ৭৫ নম্বরের মধ্যে ৬৩ নম্বর পেলেও তাকে মৌখিক পরীক্ষায়
নম্বরের মধ্যে ১ দিয়ে ভর্তি কমিটি 'সাইজ ভাল নয়, নেয়ার [illegible] (১৫শ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

মতিঝিল আইডিয়াল

(১৬শ পৃঃ পর)

মত নয়' বলে ভর্তির জন্য নির্বাচন করেনি।
লিখিত পরীক্ষায় ৭৫ নম্বরের মধ্যে ৪৪ নম্বর
তাকে মৌখিক পরীক্ষায় ২৫ নম্বরের মধ্যে ২৪
'সাইজ ভাল, নেয়ার মত' মন্তব্য করে ভর্তির
নির্বাচিত করেছে। এভাবে অন্য এক শিক্ষার্থী
পরীক্ষায় ৫৬ পেয়েছে, তাকে মৌখিক পরীক্ষ
নম্বর দিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে সাইজ ভাল নয়,
মত নয়। তাকে ভর্তির জন্য নির্বাচন করেনি
কমিটি। এক ছাত্র লিখিত পরীক্ষায় পেয়েছে
মৌখিক পরীক্ষায় তাকে ২১ নম্বর দিয়ে মোট
করা হয়েছে ৬৬। এ ছাত্রের মন্তব্যের ঘরে
হয়েছে সাইজ মোটামুটি, নেয়ার মত। এ
ভর্তির জন্য নির্বাচিত করা হয়। এভাবে ছা
ক্ষেত্রেও মৌখিক পরীক্ষায় কারো পক্ষপাতিত্ব
নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে, কাউকে নম্বর কমিয়ে দিয়ে
ধরনের মন্তব্য লিখেছেন ভর্তি কমিটির সদ
কাউকে ভর্তির জন্য নির্বাচিত করেছেন, কাউকে
দিয়েছেন।

ডিআইএ'র তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ কর
অনিয়ম ও কারচুপির মাধ্যমে মৌখিক পরীক্ষার
মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উপেক্ষা করে তুলনামূলক
কম মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করা হ
আইডিয়াল স্কুলে।

তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, মৌখিক প
পক্ষপাতিত্বের কারণে ২০ জন ছাত্র এবং ১
ছাত্রী আইডিয়াল স্কুলের মতিঝিল শাখায়
যোগ্যতা অর্জন করেও ভর্তি হতে পারেনি। একই
২০ জন ছাত্র ও ১৪ জন ছাত্রী যোগ্যতা অর্জ
করেও পক্ষপাতিত্বের সুযোগে ভর্তি হতে পেরে

এভাবে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভি
আইডিয়াল স্কুলের বনশ্রী শাখায় ৪৩ জন যোগ
এবং ৩৯ জন ছাত্রী ভর্তি হতে পারেনি। প্রতি
আরো উল্লেখ করা হয়, অনিয়ম ও কারচুপির ম
মৌখিক পরীক্ষার নামে মেধাবী ছাত্র-ছাত্র
উপেক্ষা করে তুলনামূলকভাবে কম মেধাবী
ছাত্রীদের ভর্তি করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, মতি
আইডিয়াল স্কুলে ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের
আবেদনপত্র বিক্রয়কালে ভর্তি সংক্রান্ত
নির্দেশিকা বিতরণ করা হয়। উক্ত নির্দেশিকায়
পরীক্ষার মান বন্টন বাংলায়-২৫, ইংরেজিতে
গণিতে-২৫ ও মৌখিক পরীক্ষায়-২৫ এবং
শ্রেণীতে ভর্তি আসন সংখ্যা উল্লেখ করা
বিষয়ের মান বন্টন ও আসন সংখ্যা সম্পর্কিত
সিদ্ধান্ত স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায়
হয়নি।

প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, প্রতি
ভর্তি সংক্রান্ত একটি অনুচ্ছেদে ছাপার হরফে "
হলে" বাক্য দুটি কালির কলম দ্বারা কেটে সে
"অংশগ্রহণ করলে" শব্দ দুটি প্রতিস্থাপন
হয়েছে। এ শব্দ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে ক
সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের কোন অনুমতি
নিয়মানুযায়ী আইডিয়াল স্কুলের ভর্তি পরীক্ষায় লি
৩০ ও মৌখিক পরীক্ষায় ১০ পাওয়া বাধ্যতামূ
৪০ নম্বর না পেলে কোন প্রার্থী ভর্তির জন্য বিবে
হতে পারে না। অথচ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে এ
মানা হয়নি। এ বিষয়ে শাহান আরা বেগম ব
ভর্তি প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম হয়নি। কোন সুপা
অনুরোধ বা তদ্বিরে কাউকে ভর্তি করা হ
ডিআইএ মনগড়া-ভিত্তিহীন রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে
দিয়েছে। তিনি আরো বলেন, আমি ভর্তি কমি
ছিলাম না। তবে এটা জানি, ভর্তি প্রক্রিয়ায় অনিয়
সুযোগ ছিল না।